কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

সি এস সমন্বয়ের কবিতা

পায়ে আমার নদী গেঁথে যায়

১

দূরের থেকে ডাক আসে,
সরিয়ে দিতে চেয়ে অনন্ত ঢেউ
                                        আর চিৎকার
তবুও কার স্মৃতির ভেতর
পাথর রঙিন হতে থাকে
কার জনম ঘেঁটে মানে খুঁজতে গিয়ে,
পেয়ে যাই একটা এক্সরে প্লেট
কৌটোর মতন একটা মাঠের
মাঠের মতন একটা পোকার

   তাকালেই থেঁতলে যাচ্ছে
   ফলের উজ্জ্বল গন্ধ

কবে
          হল
এসব, তুমি
কোন সন্ধ্যায় ফুল নিতে গিয়েছিলে
কোচবিহার…

২

সবকিছু শোনা হয়ে গেছে
আর কত পুরোনো মিথ্যে বলতে পারি

ছায়ারেখা ধরে এগিয়ে এসেছে
যেন সত্যি কিছু দূর থেকে এসেছে
মনে হবে;—তোমাদের দু-দিক বরাবর
অনন্ত হাসছে

ছাদের রেলিঙে পাখি

আমাদের কাঁধে পাখি
ঘাসের ডগাতে পাখি
সেই অনন্ত নিভে গেলেও

কেন বসে থাকে

৩
ঈর্ষা ব্যাপারকে বোঝা হয়নি
এমতাবস্থায়,
স্বাভাবিক বেড়িয়ে যায়
চরিত্রেরা
যুদ্ধ করে–শুরু হয়
কয়েক পঙক্তির অন্ধকার
তাকানোর মতন দীর্ঘ বিকাল বরাবর
ঈর্ষান্বিত আর কবেই বা হয়েছিলে
আমাকে পায়ের ছাপে তেল;
তেল–এ বিষয়ে আবুর কিছু
অপরাধবোধ ছিল

৪
স্বপ্ন নিরীক্ষায় কিছু দূর থেকে আসা
ধাতব শব্দ
আমার সমান পুকুর–
ভেতরটা করে তোলে বাইরের মতন।
শব্দের অন্তিমে
পায়ে আমার নদী গেঁথে যায়
বড্ড বেশি সংখ্যার দাপাদাপি
পায়রার যত্নে;–আর পৃথিবী উজার
আমি
আমার ভেতর এসে
দু-জন বালক
কত যে বৃষ্টি একা-একা
নৃত্যে, রোদের ভেতরে যতটুক
ঘ্রাণ ভরে দেয়

৫
যার সাথে দেখা হল সকালে
সকালে বেঞ্চগুলির কাঠ,
সকাল
ও যার সাথে দেখা হল

ওরা সবাই থাকে কোচবিহারে
অথবা অবলা ফ্যামিলি ট্রিটা
অথবা এ জেলায় কেউই থাকে না,
কেননা শান্তির জন্য কিছুটা
অবাক দৃশ্যের প্রয়োজন হয়

বিরক্তিকর জেলাটার সমস্ত
সকালে
আমি জীবনের শস্যগুলোকে
ছড়িয়ে রেখেছি
আর সুস্বাস্থ্যের জন্য আমরা নিজেদের
একটা চেহারা কল্পনা করেছিলাম

ওরা প্রতিদিন সেই একই চিঠি লিখে
রেখে দিয়েছে:
দিন কেটে জল, জল কেটে চিল
চিল কেটে নুন, নুন কেটে শূন্য

ভাষাটা শিখিনি
ওরা

সি এস সমন্বয়ের জন্ম উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে। নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে ব্যাপক অনীহ। পড়াশোনা করেছেন যাদবপুর ও জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। শখ গান শোনা, ছবি কম্পোজ করা, ও ঘুমোনো।